মাস্ক বিলি

দিনহাটার একটি সংগঠন বুধবার কোচবিহার মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ও রাসমেলা প্রাঙ্গণে করোনা সচেতনতার প্রচার চালায়। মাস্কও বিলি করা হয়।

শিঙাড়া নিয়ে আর ফিরল না দাদা

সন্তোষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৪ নভেম্বর : 'ভাত বেড়ে রাখিস মা, মেলা থেকে ঘুরে এসে খাব। ভাই বাড়িতে থাকিস। তোর আর বুনুর জন্য শিঙাড়া নিয়ে আসব।' মঙ্গলবার দুপুরে এই কথা বলেই মেজবিলের রাসমেলা দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিল মনোজ। বুধবার ছেলের গলাকাটা দেহ মেলার খবর পাওয়ার পর থেকে মা মেনকা বর্মন তো কেবল কেঁদেই যাচ্ছেন।

অথচ এরকমটা হওয়ার কিন্তু কথা ছিল না। শিঙাড়ার অপেক্ষায় অনেক রাত পর্যন্ত বসেছিল ভাই অভিজিৎ ও বোন ভূমিকা। তখনও দাদা না ফেরায় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর দুশ্চিন্তা করতে শুরু করেন বাড়ির লোকজন। আশপাশের এলাকাগুলিতে ছেলের খোঁজ করতে থাকেন মনোজের বাবা সুনীলবাবু। রাত কেটে ভোর, তারপর সকাল হয়ে যায়। তখনও মেলা থেকে ফেরেনি ছোট্ট মনোজ। বুধবার সকালে গলাকাটা অবস্থায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় মেজবিল রাসমেলা প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিল কোনাপাড়া এলাকায় বুড়িতোর্ষা নদীর তীরে তখন তার রক্তমাখা দেহটিকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য মানুষ। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে অস্থির মেনকা বারবার জ্ঞান হারাতে থাকেন।

দুপুরের দিকে গিয়ে দেখা গেল, মনোজের বাড়ির বাইরে প্রচুর লোকের জমায়েত। দু'খানা ভাঙাচোরা ঘর। সেখানেই মা-বাবা আর তিন ভাইবোন মিলে মনোজরা থাকত। গ্রামবাসীদের কথায়, মনোজ খুবই শান্ত স্বভাবের ছেলে। পড়াশোনাতেও ছিল ভালো। এমন ছেলের এভাবে হঠাৎ মৃত্যুর খবর পেয়ে আশপাশের

নিহত মনোজের বাড়ির সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। – সংবাদচিত্র

বাড়িতেও যেন অরন্ধন।

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই দেখা গেল, মনোজের মা অচৈতন্য অবস্থায় উঠোনে পড়ে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন পাড়ারই কয়েকজন মহিলা। সবার চোখেই জল। যখনই জ্ঞান ফিরছে, একটাই কথা বলছেন মেনকা, 'তোর জন্য ভাত বেড়ে রেখেছি। খাবি না?'

একটু দূরেই দক্ষিণ দিকে দু'চালা ঘর। সেখান থেকে ভেসে আসছিল পুরুষ কণ্ঠে কান্নার করুণ সুর। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, বিছানায় শুয়ে সুনীলবাবু মাথায় হাত দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদছেন। পাশেই তাঁর দশ বছরের মেয়ে ভূমিকা। সেও বাবার বুকে মাথা দিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। তারই ফাঁকে কোনওরকমে সে বলল, 'দাদা আমাকে সন্ধে হলেই পড়া দেখিয়ে দিত। আমাকে অঙ্ক শেখাত। আমরা তিন ভাইবোন একসঙ্গে বসে ভাত খেতাম। একসঙ্গে খেলতাম। এখন আমি কার সঙ্গে খেলব?'

মেয়ের কথা শুনে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন সুনীল। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'মনোজের কত স্বপ্ন ছিল। বলেছিল বড় হয়ে বড় চাকরি করবে। আমাদের সব শেষ হয়ে গেল।' কথা শেষও করতে পারলেন না, তার আগেই আবার কান্নায় গলা বুজে এল তাঁর।

মনোজের বাবা নিজের সামান্য জমিতে কৃষিকাজ করেন। সেই সঙ্গে দিনমজুরিও করেন। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের মনোজই বড় ছেলে। আত্মীয়স্বজনরাও খবর পেয়ে এদিন মনোজের বাড়ি ছুটে এসেছিলেন। মনোজের এক আত্মীয়া রুমা রায় চোখের জল মুছতে মুছতেই বললেন,

> তোর জন্য ভাত বেড়ে রেখেছি। খাবি না?
>
> –মেনকা বর্মন, *মা*

> মনোজের কত স্বপ্ন ছিল। বলেছিল বড় হয়ে বড় চাকরি করবে। আমাদের সব শেষ হয়ে গেল।
>
> – সুনীল বর্মন, *বাবা*

'কী দোষ করেছে ও? কেন ওকে মারল? আমরা অপরাধীর শাস্তি চাই।'

এখনও বোঝার মতো বয়স হয়নি। বাড়িতে কেন এত লোকজন? কেন সবাই কাঁদছে– এসব কিছুই বুঝতে পারছে না অভিজিৎ। উঠোনে মায়ের পাশে বসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে সবার দিকে চেয়ে দেখছে। এখনও বুঝতেই পারেনি, দাদা আর ফিরবে না। মাঝে মাঝেই মায়ের আঁচল টেনে জানতে চাইছে, 'শিঙাড়া নিয়ে কখন আসবে দাদা?'

গাঁদা ফুল বাগানের পরিচর্যা করছেন বালাসুন্দর গ্রামের অমিত কর।– সংবাদচিত্র

সারাবছর গাঁদা ফুলের চাষে আগ্রহ বাড়ছে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৪ নভেম্বর : নানা পদ্ধতিতে সারাবছর ধরেই শাকসবজি চাষ করছেন কৃষকরা। পুজো এবং বিয়ের মরশুম ছাড়াও সারাবছর ধরেই গাঁদা ফুলের ব্যাপক চাহিদা থাকে। তাই শাকসবজি সহ অন্যান্য জিনিসের পাসাপাশি ফালাকাটা ব্লকের বালাসুন্দর গ্রামের অমিত কর সারাবছর ধরেই তাঁর পাঁচ বিঘা জমিতে গাঁদা ফুল চাষ করছেন। সারাবছর ধরে গাঁদা ফুল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন তিনি। আগামীতে আরও জমিতে গাঁদা ফুলের চাষ করতে চান তিনি। অন্য চাষিরাও উৎসাহিত হয়ে চাষ শুরু করছেন।

জানা গিয়েছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালে তিনটি ভিন্ন প্রজাতির গাঁদা ফুল চাষ করা হয়। আষাঢ় মাসে চাষ শুরু করলে কার্তিক-অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ফুল পাওয়া সম্ভব। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে যে ফুল গাছ লাগানো হয় তা থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ফুল পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসে যে গাছ লাগানো হয় তা থেকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ফুল পাওয়া যায়।

সারাবছর ধরে গাঁদা ফুল চাষ করতে হলে সার ও রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয়। তবে বেশিরভাগ চাষি জৈব পদ্ধতিতে গাঁদা ফুল চাষ করে লাভের মুখ দেখতে পারেন। সেজন্য বায়ো পদ্ধতিতেই চাষের ঝোঁক বাড়ছে বলে দাবি চাষিদের। এই পদ্ধতিতে চাষে শীতকালে সেচের প্রয়োজন বেশি হয়। চারা লাগানোর পর থেকেই তিন থেকে পাঁচবার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে বিঘা প্রতি গাঁদা ফুল চাষে প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। তিন মাসে এক বিঘা জমি থেকে ৬০ হাজার টাকা আয় হয়। ফালাকাটা ব্লকের বালাসুন্দর এলাকার ফুলচাষি অমিত কর বলেন, ১১ বছর ধরে আমি পাঁচ বিঘে জমিতে সারাবছর ধরেই গাঁদা ফুল চাষ করছি। বিকল্প এই চাষ লাভজনক। তবে সরকারি সাহায্য এবং বাজার পেলে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে বাইরে ফুল পাঠানো সম্ভব।

জটেশ্বরের ফুলচাষি খগেন রায় বলেন, সারাবছর ধরে গাঁদা ফুল চাষ করা সম্ভব। এ বছর আমি প্রায় ১ বিঘা জমিতে গাঁদা সহ অন্যান্য ফুল চাষ করেছি। সারাবছর ধরেই গাঁদা ফুল চাষ করা সম্ভব। সরকারি সহযোগিতা পেলে বহু মানুষ ফুল চাষে আগ্রহী হবেন।

ফালাকাটা ব্লকের অন্য ফুলচাষিদের দাবি, পুজো ও বিয়ের মরশুম ছাড়াও সারাবছরই গাঁদা সহ সমস্তরকম ফুলের চাহিদা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উৎপাদিত ফুলের ভালো বাজার না পেয়ে অনেক কৃষকই ফুল চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। অন্য জেলাগুলির মতো আলিপুরদুয়ার জেলার চাষিরা সরকারি সহযোগিতা চান।

উদ্যান ও পালন দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সন্দীপন মহন্ত বলেন, ২,০০০ বর্গ মিটার পলি হাউসের জন্য রাজ্যস্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। শুধু গাঁদা ফুল নয়, বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ করেন এমন ৬০ জন চাষি জেলায় আছেন। তাঁদের আতমা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, বীজ, সার সবকিছু দেওয়া হয়।

জাতীয় সড়কে গাড়ি চাপা পড়ে বানরের মৃত্যু

জটেশ্বর, ২৪ নভেম্বর : ফালাকাটা-বীরপাড়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের গাছগুলি প্রায় তিন বছর আগে কেটে ফেলা হয়েছে। সেই গাছগুলিতে আশ্রয় নিত বহু বানর ও পাখি। বর্তমানে রাস্তার পাশে কোনও গাছ না থাকায় জাতীয় সড়কের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বানর। অনেক সময় সড়ক পারাপারের সময় গাড়ির নীচেও চাপা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে বানর। বুধবার দুপুর নাগাদ তাসাটি চা বাগান এলাকায় সড়ক পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় একটি বানর প্রাণ হারায় বলে পথচারী ও স্থানীয়দের অভিযোগ।

পথচারীরা জানান, দুপুর নাগাদ একদল বানর তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ দলছুট একটি বানর জাতীয় সড়ক পার হতে যায়। দ্রুতগতিতে গাড়ি আসায় গাড়ির নীচে চাপা পড়ে বানরটি মারা যায়।

পথচারী বাবুলাল রায় বলেন, বীরপাড়া যাওয়ার পথে গাড়ির গতিবেগ কমানোর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বন দপ্তর বা সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে। চা বাগান এলাকায় বানরের দল কখনও রাস্তার ধারে, কখনও মাঝরাস্তায় চলে আসে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি দেখা উচিত।

জনৈক তপন রায় বলেন, চা বাগান টপকে গ্রামেও হামলা চালায় বুনো বানরের দল। শাকসবজি, মাচার লাউ, কুমড়ো- সব সাবাড় করে। কিন্তু কেউ কিছু বলেন না। গাড়ি চাপা পড়ে বানরের মৃত্যুরোধে ব্যবস্থা দরকার।

এ বিষয়ে দলগাঁও রেঞ্জ অফিসার আশিস পাল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কেউ জানায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাতে হাতির তাণ্ডবে খেতের ধান নষ্ট

কালচিনি, ২৪ নভেম্বর : মঙ্গলবার গভীর রাতে কালচিনির দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামে একটি দাঁতাল হানা দেয়। হাতিটি কয়েক বিঘা জমির ধান তছনছ করে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নিমাতি রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দাঁতালটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই দক্ষিণ লতাবাড়ির ফরেস্ট ধুরা, ভাঙ্গাপুল এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে নিমাতির জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসা কয়েকটি হাতি। এই মরশুমে ধান পাকে। সেই ধান খেতে প্রায় প্রতি রাতে হাতির দল এলাকায় হানা দিচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তার ওপর বন দপ্তর হাতি তাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় বাজি, পটকা দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ।

দক্ষিণ লতাবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সভাপতি গবেশ মুন্ডা বলেন, 'হাতির তাণ্ডবে কৃষকরা দিশাহারা।' নিমাতির রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাস বলেন, 'গ্রামবাসীরা বন দপ্তরের কার্যালয়ে এসে বাজি, পটকা চাইলেই দেওয়া হচ্ছে। বনকর্মীরা নিয়মিত টহলদারিও করছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে বলা হয়েছে।'

ভয়ে ঘরছাড়া জমি আন্দোলনের নেতারা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ নভেম্বর : থমথম করছে গোটা এলাকা। পুলিশের আতঙ্কে ইতিমধ্যেই গ্রামছাড়া ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের জমি আন্দোলনকারীরা। ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও এক নেতার নামে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। পুলিশের চাপ ও প্রভাবশালীদের দাপটে আন্দোলনকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। মঙ্গলবারও কাজ করতে গিয়ে চ্যাংমারি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের। পরে অবশ্য পুলিশি নিরাপত্তায় কাজ হয়। তবে বুধবার স্থানীয়দের কেউ আর সেভাবে বাধা দেননি। যদিও এদিনও ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের রাস্তার কাজ হয়েছে পুলিশি প্রহরাতেই।

এদিন নতুন করে এলাকায় কোনও অশান্তি না হলেও দাবি না মেটা অবধি আন্দোলনের পথ থেকে সরবেন না জমি মালিকরা, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। গত ২২ নভেম্বর মধ্যরাতে জমি আন্দোলনের এক নেতা রতন রায়কে নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করায় জমিদাতাদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। আরও একাধিক নেতার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করে প্রশাসন জমি আন্দোলন আটকে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেইসঙ্গে জমি নিয়ে অভিযোগও দিন কে দিন বাড়ছে।

সুবলচন্দ্র দাস নামে এক জমিদাতা বলেন, 'আন্দোলন করলেই মামলা ঠুকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নেতারা ঘরছাড়া হতে বাধ্য হচ্ছেন। মহিলারাও পুলিশের ভয় পাচ্ছেন। রাস্তার জন্য আমরা জমি দিয়েছি। কয়েক ধাপে আমাদের প্রাপ্য টাকার কিছুটা দিয়েছে। কিন্তু এখনও সরকার সম্পূর্ণ টাকা দেয়নি। বাড়িঘর সহ অন্যান্য জিনিসের দাম দেওয়া হয়নি। টাকা না দিলে আমরা নতুন করে জায়গাজমি কিনব কী করে?'

ইতিমধ্যে একাধিক জমিদাতা নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এমনকি বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করলেও সমস্যা মেটেনি। প্রশাসন বারবার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বারবার ভঙ্গ করছে বলে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।

বিনা বাধায় চলছে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এলাকায় আতঙ্ক

- এখনও অবধি দুই নেতার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
- গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। 'পলাতক' অন্য নেতা
- বুধবার নতুন করে কোনও অশান্তি হয়নি
- তবে পুলিশি পাহারায় কাজ হয়েছে
- জমি আন্দোলনের নেতাদের অনেকেই ঘরছাড়া

সত্ত্বেও জমিদাতারা এখনও জমির দামের সম্পূর্ণ টাকা পাননি কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে, জমির দামের ন্যায্যমূল্য পেতে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ তো রয়েছেই। প্রশাসন বৈঠকে সমস্যা সমাধানের যে নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়েছে, তার মধ্যেই সমস্যা না মিটিয়ে অন্যত্র কাজ শুরু করে দিয়েছে বলেও অভিযোগ। এসব নানা ক্ষোভ থেকেই আবার অনেক সময় প্রশাসন বৈঠক ডাকলেও, সেই আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হলেও জমি অধিগ্রহণ সমস্যা সেই তিমিরেই থেকে গিয়েছে। তবে ফের জমি অধিগ্রহণ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সাতদিন পর আবার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তখনও সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলন বড় আকার নিতে পারে, বলছে চ্যাংমারি।

২০১৫ সাল থেকে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তা বৈঠক আর ফলপ্রসূ হয়নি।

এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে আলিপুরদুয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস চক্রবর্তী বা আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও চিরঞ্জিৎ সরকার, কেউই মুখ খোলেননি। এবিষয়ে এনএইচএ'র টেকনিকাল ম্যানেজার রাজু কুমার বলেন, 'আমি কিছু বলতে পারব না। তবে কোনও সমস্যা হলে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়।'

জাতীয় উদ্যানে গন্ডারের হানায় জখম ২ মহিলা

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর বুধবার গন্ডারের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন দুই মহিলা। জানা গিয়েছে, এদিন জ্বালানি কাঠ আনতে দুই মহিলা জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের জলদাপাড়া হেডকোয়ার্টার বিটে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গন্ডার এই দুই মহিলাকে আক্রমণ করে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন সংরক্ষক দেবদর্শন রায় জানান, ওই দুই মহিলার নাম জ্যোৎস্না রায় এবং গীতা রায়। তাঁদের বাড়ি জলদাপাড়া প্রধানপাড়ায়।

জানা গিয়েছে, আক্রমণের খবর পেয়েই এই দুই মহিলাকে তাঁদের বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। জ্যোৎস্নার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গীতার পা ভেঙে গিয়েছে। দেবদর্শনবাবু জানান, যেহেতু ঘটনাটি জঙ্গলের ভেতর ঘটেছে সেজন্য একটি টাকাও ক্ষতিপূরণ মিলবে না।

এদিকে, একের পর এক বন্যপ্রাণীর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে বনকর্মীরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোর মতো অবস্থা বন দপ্তরের। নিয়ম রয়েছে, জাতীয় উদ্যানে বিনা অনুমতিতে মানুষের ঢোকা নিষেধ। অথচ প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এই জঙ্গলে গোরু চরাতে এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, এই দুই মহিলা বুধবার বেলা আড়াইটা নাগাদ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যান। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের জলদাপাড়া হেডকোয়ার্টার বিটের কাছে যেতেই গন্ডার আক্রমণ করে।

উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর গন্ডারের আক্রমণে নতুনপাড়ার বাসিন্দা দিলীপকুমার সেন মারা গিয়েছিলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর।

বিজেপির পথসভায় তৃণমূলের সমালোচনা

কুমারগ্রাম, ২৪ নভেম্বর : বুধবার কুমারগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে বিজেপির পক্ষ থেকে পথসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কুমারগ্রাম বিধানসভা ক্ষেত্রের সংযোজক বাবুলাল সাহা, বিজেপি নেতা দশরথ তিরকি, স্থানীয় নেতা নলিত দাস সহ অনেকেই। এলাকার অনুন্নয়ন থেকে শুরু করে পেট্রোপণ্যের অগ্নিমূল্যের ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে ভাষণ দেন বিজেপি নেতারা। তাঁরা সাফ দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার লিটার পিছু পেট্রোল, ডিজেলের দাম কমিয়েছে। কেন্দ্রের আবেদনে বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলিও পেট্রোপণ্যের দামে ছাড় দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মা-মাটি-মানুষের সরকার এ ব্যাপারে সাড়া দিচ্ছে না। রাজ্য সরকারের এমন মনোভাবে রীতিমতো হতাশ রাজ্যবাসী। পাম্পগুলোতে পেট্রোল, ডিজেল কিনতে গিয়ে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এই ইস্যুতে বুধবার কুমারগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত বিজেপির পথসভায় রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন দলের নেতারা।

নীলপাড়া রেঞ্জে হাতির আক্রমণে মৃত্যু রাখালের

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নীলপাড়া রেঞ্জের তোর্ষা নদীর ধারে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক রাখালের। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে রাফেল মুন্ডা (৭০) নামে ওই ব্যক্তি নদীর ধারে গোরু চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে লঙ্কাপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাফেল টোটোপাড়ার বাসিন্দা শচীন টোটোর বাড়িতে গত তিন মাস ধরে রাখালের কাজ করতেন। মৃত ব্যক্তি হান্টাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন সংরক্ষক দেবদর্শন রায় জানান, জাতীয় উদ্যানের ভেতর ঘটনাটি ঘটায় ওই ব্যক্তির পরিবার কোনও ক্ষতিপূরণ পাবেন না। মাদারিহাট থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শিশু উদ্যানে মদের আসরে ধৃত ৩ পড়ুয়া

শীতলকুচি, ২৪ নভেম্বর : শীতলকুচি কলেজ থেকে দুশো মিটার দূরত্বে বেহাল শিশু উদ্যানে মদের আসরে ধৃত ৩ কলেজ পড়ুয়া। উদ্যানটির বর্তমানে বেহাল দশা। মাঝেমধ্যেই উদ্যানের ভেতর মদের আসর বসায় কিছু যুবক বলে অভিযোগ।

বাম আমলে রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগের আর্থিক সহায়তায় শীতলকুচির পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে শিশু উদ্যানটি তৈরি হয়েছিল। পরে ২০১৬ সালে উদ্যানটির দেখভালের দায়িত্ব নেয় পঞ্চায়েত সমিতি। কিন্তু বর্তমানে উদ্যানটির বেহাল দশা। শিশুদের খেলনাগুলি ভেঙে গিয়েছে। উদ্যানটির অবস্থা বেহাল হওয়ায় ওই উদ্যানে আর লোকজন আসে না। বার বার উদ্যানটি সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু সংস্কার করা হয়নি। আর উদ্যানের এই বেহাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে বুধবার দিনের বেলাতেই উদ্যানের ভেতর মদের আসর বসায় তিন কলেজ পড়ুয়া। ওই সময় উদ্যানের পাশে পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে শীতলকুচি কলেজের ছাত্রীরা শারীরশিক্ষার অনুশীলন করছিলেন। খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ যায় ওই উদ্যানে। পুলিশ দেখেই পালানোর চেষ্টা করে তারা। পুলিশ ধাওয়া করে ধরে ফেলে। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানায়, তিনজনকে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পরপর হাতির মৃত্যু, বিদ্যুতের তারের বেড়া বন্ধে মাঠে বনকর্মীরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৪ নভেম্বর : আইন মানছেন না ডুয়ার্সের হাতি উপদ্রুত এলাকার অনেক বাসিন্দাই। হাতির হানা ঠেকাতে বেআইনিভাবে বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ব্যবহার করছেন তাঁরা। ফলে ঠেকানো যাচ্ছে না হাতির মৃত্যু। আবার মাঝেমাঝে ঝুলে পড়া বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শেও মৃত্যু হচ্ছে হাতির। সম্প্রতি মোরাঘাট রেঞ্জ এলাকায় বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়ার সংস্পর্শে এক মাসের ব্যবধানে দুটি হাতির মৃত্যু হয়। যা নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দলগাঁও রেঞ্জের কর্মী ও আধিকারিকদের।

তাই ১৯ নভেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান শুরু করেছেন তাঁরা। হাতি উপদ্রুত এলাকাগুলিতে ঘুরে ঘুরে প্রচার করছেন। চলছে মাইকিং, পোস্টার লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার মতো কর্মসূচি। বন্যপ্রাণ আইন মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎবাহী তারের ব্যবহার বন্ধ করার আবেদন জানানো হচ্ছে। আবার নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করলে কিংবা বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়ার সংস্পর্শে হাতির মৃত্যু হলে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেকথাও বাসিন্দাদের জানাচ্ছেন তাঁরা।

২০১৬ সালের ১৮ জুন দলগাঁও রেঞ্জের বীরপাড়া সংলগ্ন দেবীশিমুল গ্রামে ফসল বাঁচাতে বেআইনিভাবে দেওয়া বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়ার সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হয়েছিল একটি পূর্ণবয়স্ক মাকনা হাতির। ওই এলাকাতেই ২০১৭ সালের ২৪ মে একই ধরনের বিদ্যুতের তারের বেড়ার সংস্পর্শে ২২ বছর বয়সি একটি মাকনা হাতির মৃত্যু হয়। এরপর ২০২০ সালের ২০ জুলাই রামঝোরা চা বাগানে বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়ার সংস্পর্শে ১৩ বছর বয়সি একটি দাঁতাল হাতির মৃত্যু হয়। ২০২০ সালের জুন মাসে মাদারিহাট রেঞ্জের পূর্ব মাদারিহাটে ছিঁড়ে মাটিতে পড়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছরের অগাস্ট মাসে বানারহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধানখেত রক্ষায় লাগানো বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়ার সংস্পর্শে একটি হাতির মৃত্যু হয়। চলতি বছরের ১৫ জুন খাবারের খোঁজে দলমোর চা বাগানে ঢুকে ১১ কেভির ঝুলে পড়া বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে বেঘোরে প্রাণ হারায় একটি দলছুট মাকনা। চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর মোরাঘাটের ভাণ্ডারকুড়া এলাকায় একটি এবং ১৬ নভেম্বর মঙ্গলকাটা এলাকায় এভাবেই বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে একটি করে হাতির মৃত্যু হয়েছে।

দলগাঁও রেঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় প্রতিরাতেই হানা দেয় হাতি। হাতির হানা রুখতে বেআইনিভাবে বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ব্যবহার করেন অনেকেই। বন দপ্তর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে ৬টি 'অ্যান্টি ইলেক্ট্রিকিউশন কমিটি' রয়েছে। এগুলির মধ্যে দলগাঁও একটি। দলগাঁও রেঞ্জ এলাকায় রয়েছে হাতি চলাচলের একাধিক করিডর। ফলে ওই রেঞ্জ এলাকায় লাগাতার হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মাঝেমাঝেই মানুষের মৃত্যু ও জখম হওয়ার ঘটনা ঘটছে। সেই ঘটনা রুখতেই অনেক সময় বেআইনিভাবে বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ব্যবহার করছেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'মাইকিং করা, পোস্টার লাগানো ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রচারাভিযান চলছে। এ ব্যাপারে বন সুরক্ষা কমিটিগুলিকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোথাও বিদ্যুতের তার ঝুলে আছে কি না, অথবা কেউ বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া ব্যবহার করছেন কি না, তা নিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

বন দপ্তরের আশা, মানুষ প্রচারে সাড়া দেবেন। তাহলেই রক্ষা পাবে বুনোহাতি। বন্যপ্রাণী রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

তারে বিপত্তি

- ফসল বাঁচাতে বেআইনিভাবে দেওয়া বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া লাগানো হচ্ছে
- হাতি করিডর সংলগ্ন এলাকাতেও গ্রামবাসীরা অনেক সময় বিদ্যুতের তারের বেড়া লাগিয়ে রাখেন
- ২০১৬ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বহু হাতির মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে
- বন সুরক্ষা কমিটিগুলিকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছে বন দপ্তর

দলগাঁও রেঞ্জের তরফে প্রচারাভিযান চলছে। – সংবাদচিত্র